দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের চার দফা

মো. রাকিবুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও প্রায় শতকরা ৭২ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি এখন শিল্পের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সেজন্য কৃষিশিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে এবং চাকরিজীবনে কৃষকদের কাছে গিয়ে কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে। কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এদের অবদান সবচাইতে বেশি। সেজন্য কৃষি ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের কৃষকদের কাছের বন্ধু বলা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা নেই। তাছাড়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার জন্যও কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। সেজন্য শিক্ষার্থীরা তাদের চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেছে।

বাংলাদেশে ১৬টি সরকারি কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট রয়েছে। আর বেসরকারি পর্যায়ে রয়েছে ১৫৪টি। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর প্রায় চার হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পাস করে বের হচ্ছে। কৃষি ডিপ্লোমায় ভর্তি হতে হলে এসএসসি বা এসএসসির সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এর শিক্ষাকাল চার বছর । এর মান নির্ধারণ করা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের সমান। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্চ মাধ্যমিকের সমান মর্যাদা দিয়ে তাদের উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। অনুরূপ উদাহরণ রয়েছে অন্যান্য ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের বেলাতেও। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষি ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের সেই সুযোগ নেই। তারা চার বছরব্যাপী কৃষির খুঁটিনাটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা নিয়ে থাকে। বলা যায়, তারাই কৃষিবিজ্ঞানের প্রকৃত সৈনিক। তাদের জন্য বড় সুযোগ থাকে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদে চাকরি নেওয়ার। সরকারি পর্যায়ে তাদের চাকরির আর কোনো সুযোগ নেই। তাদের চাকরির মান দ্বিতীয় শ্রেণির হওয়ার কথা থাকলেও এখনও কাগজে কলমে দেওয়া হয়নি। গরিব কৃষক ঘরের সন্তানেরা কৃষি ডিপ্লোমায় ভর্তি হয়ে থাকে বেশি। কিন্তু সেখানে নেই কোনো উপবৃত্তির ব্যবস্থা। ফলে তাদের কষ্ট করে বিভিন্ন সেমিস্টারের ব্যয় বহন করে লেখাপড়া করতে হয়। কেউ কেউ সেমিস্টার ব্যয় বহন করতে না পেরে অকালে লেখাপড়া ছেড়ে চলে যায়। সেজন্য তাদের চার দফা দাবি হলো— এক. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ; দুই. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ; তিন. দ্বিতীয় শ্রেণির মান দিতে হবে কাগজে কলমে এবং চার. শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি।

আমরা ইউরোপিয়ান দেশসমূহ ও জাপানের দিকে তাকালে দেখতে পাই সেখানে প্রায় ৭০ ভাগ চাকরিজীবী কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত। আর বাংলাদেশে মাত্র ৭ ভাগ লোক কারিগরি ডিগ্রিধারী। আমরা যদি তাদের মতো হতে চাই তাহলে অবশ্যই কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষ করে কৃষি ডিপ্লোমাকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে হবে। সম্মান ও স্বীকৃতি না দিলে কোনো শিক্ষাতেই আনন্দ পাওয়া যায় না। সেজন্য সরকারের উচিত হবে দাবিগুলো মেনে নেওয়া।

এটিআই, ঈশ্বরদী, পাবনা